একমালিকানা সংগঠন
Sole Proprietorship Organization

৪

সভ্যতার উষালগ্নে মানুষ যখন ব্যবসায় বাণিজ্য আরম্ভ করলো, একমালিকানা ব্যবসায়ের শুরুও ঠিক তখন থেকেই। এ ব্যবসায় এমন ধরনের ব্যবসায় যার মালিক, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক একজন মাত্র ব্যক্তি। তিনি এ ব্যবসায়ের লাভ-লোকসানের পুরোপুরি অংশীদার। গঠন ও পরিচালনার সহজতার কারণেই এ ব্যবসায় আজ সারাবিশ্বে জনপ্রিয়তার আসনে অধিষ্ঠিত। বিশ্বে বর্তমানে বহু বৃহদাকার প্রতিষ্ঠান এক মালিকানাধীনে গড়ে ওঠেছে। এছাড়া বহু একমালিকানা প্রতিষ্ঠান বৃহদায়তন সংগঠনের সাথে প্রতিযোগিতায়ও অবতীর্ণ হচ্ছে। সেই প্রাচীন যুগ হতে অদ্যাবধি এ ব্যবসায়ের অগ্রগতি সাধিত হয়ে আসছে। আজও তার জয়যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, সুদূর ভবিষ্যতেও একমালিকানা ব্যসায়ের অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে। এ ইউনিটে আমরা একমালিকানা ব্যবসায় সম্পর্কে বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৪.১: একমালিকানা ব্যবসায়: সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
পাঠ - ৪.২: একমালিকানা ব্যবসায়: সুবিধা ও অসুবিধা
পাঠ - ৪.৩: বাংলাদেশে একমালিকানা ব্যবসায় ও উপযুক্ত ক্ষেত্র

পাঠ ৪.১ একমালিকানা ব্যবসায়: সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য
Sole Proprietorship: Meaning and Characteristics

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- একমালিকানা ব্যবসায় কী বলতে পারবেন।
- একমালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো বলতে পারবেন।
- একমালিকানা ব্যবসায়ের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

ব্যবসায় সংগঠনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আদি এবং সর্বাধিক জনপ্রিয় সংগঠন হচ্ছে একমালিকানা ব্যবসায়। ব্যবসায় উদ্ভবের উষালগ্নেই এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্ম এবং অদ্যাবধি এক মালিকানা ব্যবসায় উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এরূপ প্রতিষ্ঠান সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং এর গঠন পদ্ধতিও অত্যন্ত সহজ। একমালিকানা ব্যবসায়ের মালিক শুধু মাত্রই একজন ব্যক্তি। মালিক নিজ দায়িত্বে নিজস্ব তহবিল থেকে, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে কিংবা ব্যাংক বা এ জাতীয় অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণ করে মূলধন সরবরাহ করে থাকে। এক মালিকানা ব্যবসায় বিশ্বের সর্ব প্রাচীন ধরনের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। অতীত কাল হতেই এরূপ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি সাধিত হয়ে আসছে - ভবিষ্যতেও হবে। একথা নিশ্চিত করেই বলা চলে যে, সুদূর ভবিষ্যতেও একমালিকানা ব্যবসায়ের জয় জয়কার অব্যাহত থাকবে।

একমালিকানা সংগঠন/ব্যবসায়ের সংজ্ঞা

Definition of sole proprietorship organization/business

একজন মাত্র ব্যক্তি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়কে একমালিকানা সংগঠন বা ব্যবসায় বলে। এ ধরনের ব্যবসায়ে একজনই মালিক থাকেন যিনি ব্যবসায়ের প্রধান আয়োজক ও ব্যবস্থাপক। তিনি ব্যবসায়ের সমস্ত পুঁজি সংগ্রহ করেন এবং এর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মালিক একাই এ ব্যবসায়ের যাবতীয় ঝুঁকি গ্রহণ করেন এবং লাভ-লোকসানের ভাগীদারও তিনি একাই হন। মালিক ইচ্ছা করলে ব্যবসায় পরিচালনায় অন্যদের সাহায্যও গ্রহণ করতে পারেন। তবে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার চূড়ান্ত দায়িত্ব মালিকের ওপরই ন্যস্ত থাকে। বিভিন্ন গ্রন্থকার বিভিন্নভাবে একমালিকানা ব্যবসায়ের সংজ্ঞা দিয়েছেন। নিম্নে তার কয়েকটি তুলে ধরা হলো:

- **Robert Kreitner** (রবার্ট ক্রিটনার) ও তার সহযোগীদের মতানুসারে, "যে ব্যবসায় সংগঠনের মালিক ব্যবসায়ের সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হয় এবং একাই সকল দেনার দায় বহন করে তাকে একমালিকানা ব্যবসায় বলে।" [The form of business in which an individual (the sole proprietor)owns all the assets of the business and is alone responsible for its debts is a sole proprietorship.][১]

- **James Stephenson** (জেমস স্টিফেনসন) বলেন, "একক মালিক হলো এমন একজন ব্যক্তি যে নিজের জন্য স্বয়ং নিজেই ব্যবসায় পরিচালনা করে। সে কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানের পুঁজিরই মালিক নয়, সে একজন সংগঠক এবং ব্যবস্থাপকও বটে। সে ব্যবসায়ের সমুদয় মুনাফার অধিকারী হয় এবং লোকসান হলে তার দায়ও বহন করে" [A sole trader is a person who carries on business exclusively by and for himself. He is not only the owner of the capital of the undertaking but is usually the

[১] Rober Kreitner (1998), *Business*, p. 131

organizer and manager and takes all the profits and as well as responsibility for losses.][২]

- **B.O. Wheeler** (বি.ও. হুইলার) এর মতে, "একমালিকানা ব্যবসায় হলো এমন এক ধরনের ব্যবসায় সংগঠন যার মালিক ও নিয়ন্ত্রক একজন মাত্র ব্যক্তি।" [The sole proprietorship is the form of business ownership which is owned and controlled by a single individual.][৩]

ওপরের আলোচনা ও সংজ্ঞার আলোকে আমরা বলতে পারি, যে ব্যবসায়ে মালিক একাই প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করে ব্যবসায় পরিচালনা করেন, ঝুঁকি বহন করেন ও লাভ-লোকসানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাকে একমালিকানা ব্যবসায় বলে। একজন ব্যক্তি কর্তৃক পুঁজি যোগান দেওয়ার কারণে এবং একজন ব্যক্তির শারীরিক পরিশ্রমের সীমাবদ্ধতার কারণে এক মালিকানা ব্যবসায়ের আকার ছোটো হয়ে থাকে।

একমালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য

Characteristics of sole proprietorship business

একমালিকানা ব্যবসায় কতিপয় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে সৃষ্টির আদিকাল হতে অদ্যাবধি জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করছে। যে সব বৈশিষ্ট্যের জন্য একমালিকানা ব্যবসায় সমধিক জনপ্রিয় সেগুলো নিম্নে আলোচিত হলো:

১. **একমালিকানা (Single ownership):** একমালিকানা ব্যবসায়ের মালিক শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি। তিনি একাধারে যেমন ব্যবসায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, মুলধন সংগ্রহ ও ব্যবসায়ের প্রকৃতি নির্ণয় করে থাকেন, তেমনি ব্যবসায়ের সাফল্য ও ব্যর্থতার জন্য তিনিই এককভাবে দায়ী থাকেন।

২. **সহজ গঠন (Easy formation):** একমালিকানা ব্যবসায় সংগঠন সর্বাপেক্ষা সহজসাধ্য, স্বল্পসময় সাপেক্ষ, কম ব্যয়বহুল এবং আইনের জটিলতা মুক্ত সমাজের যে কোনো ব্যক্তি যে কোন সময় অত্যন্ত সহজভাবে এরুপ ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তুলতে পারেন।

৩. **মূলধন সরবরাহ (Supply of capital):** মালিক বা উদ্যোক্তা এককভাবে নিজ দায়িত্বে ব্যবসায়ের মূলধন সরবরাহ করে থাকেন। এরূপ ক্ষেত্রে মালিক নিজ তহবিল হতে, বন্ধুবান্ধাব বা আত্মীয়স্বজন কিংবা ব্যাংকের নিকট হতে ঋণ গ্রহণ করে মূলধন সংগ্রহ করে থাকেন।

৪. **পৃথক সত্তাহীনতা (No separate entity):** আইনের চোখে একমালিকানা প্রতিষ্ঠানের কোনোরূপ পৃথক সত্তা নেই। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ের মালিক ব্যবসায়ের সাথে একাত্ম ও অভিন্ন। ব্যবসায়ের নামে কোনোরূপ মামলা দায়ের করার অর্থ পক্ষান্তরে মালিকের নামেই মামলা দায়ের বোঝাবে।

৫. **সীমাহীন দায় (Unlimited liability):** একমালিকানা ব্যবসায়ের মালিকের দায়দায়িত্ব অসীম। ব্যবসায়ের যে কোনো প্রকার ঋণের জন্য ব্যবসায়ের মালিক ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকেন। অর্থাৎ ব্যবসায়ের ঋণ পরিশোধের নিমিত্তে প্রয়োজন হলে মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা চলে।

৬. **আয়তন (Size):** একমালিকানা ব্যবসায়ের আয়তন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্র হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে একজন মালিক এককভাবে মূলধন বিনিয়োগ করেন বলে ব্যবসায়েরর আয়তন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। তবে বর্তমানে ক্ষুদ্রায়তন ব্যবসায়ের পাশাপাশি বহু বৃহদায়তন ব্যবসায় একমালিকানায় পরিচালিত হচ্ছে।

৭. **একক ঝুঁকি (Undivided Risk):** একমালিকানা ব্যবসায়ের সমস্ত ঝুঁকি একা মালিককেই বহন করতে হয়। ব্যবসায়ের কোনোরূপ লোকসান হলে এর দায়িত্ব পুরোটাই মালিককে গ্রহণ করতে হয়।

৮. **মুনাফার একক ভোগকারী (Sole profit):** এরূপ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সমস্ত মুনাফা একমাত্র মালিকই ভোগ করে থাকেন। মালিকের সাথে কোনো ব্যক্তি লাভের অংশ ভাগ করে নেয় না।

---

[২] Stephenson, J. (1965). *Principles and Practice of Commerce*, p. 122

[৩] Wheeler, Bayard O. (1968). *Business and Introductory Analysis*, p. 116.

৯. **ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ (Individual control):** মালিক তার বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দ্বারা নিজ দায়িত্বে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

১০. **প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান (Direct supervision):** একমালিকানা ব্যবসায়ের মালিক নিজেই পরিকল্পনা তৈরি করেন, নীতি প্রণয়ন করেন এবং লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য ব্যবসায়িক কার্যাদি পরিচালনা বা তত্ত্বাবধান করে থাকেন।

১১. **সরকারি নিয়মকানুন (Government rules and rugulations):** একমালিকানা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়মকানুন অত্যন্ত শিথিল। এটি আইন সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান নয় বিধায় গঠন, পরিচালনা, মুনাফা বণ্টন, বিবরণাদি দাখিল, অবসায়ন এর কোনো পর্যায়েই সরকারের কোনো অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না।

১২. **লাভ-লোকসান বণ্টন (Distribution of profit and loss):** একমালিকানা ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান মালিক একই ভোগ বা বহন করে থাকেন। অন্যান্য সকল বিষয়ের মতো লাভ-লোকসানের ক্ষেত্রেও তিনি একক ভোগের অধিকারী।

১৩. **সামাজিক উন্নয়ন (Social development):** একক মালিকের ইচ্ছানুসারে গঠিত ও পরিচালিত হয় বলে সমাজের প্রয়োজনানুসারে উৎপাদন কার্য পরিচালনা, বণ্টন ও চাকরি প্রদান করে সমাজের প্রভূত উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব।

১৪. **হিসাবনিকাশে স্বাধীনতা (Freedom of accounts):** একমালিকানা ব্যবসায়ের হিসাবপত্র সরকারি বিধান অনুযায়ী সংরক্ষণ করতে হয় না। এমনকি চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট দ্বারা হিসাবাদি পরীক্ষা করারও প্রয়োজন হয় না।

১৫. **দ্রুত সিদ্ধান্ত (Quick decision):** ব্যবসায়িক স্বার্থে কখনো কখনো দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। একমালিকানা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মালিকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বিধায় যে কোনো সিদ্ধান্ত দ্রুত গ্রহণ করা সম্ভব হয়।

আলোচ্য একমালিকানা ব্যবসায়ের এসব বৈশিষ্ট্য থেকে বোঝা যায় অর্থনীতি ও সমাজের জন্য এ ব্যবসায়ের গুরুত্ব কতখানি। আসুন তাহলে জেনে নেয়া যাক এ ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।

একমালিকানা ব্যবসায়ের গুরুত্ব

Importance of sole proprietorship business

যে কোনো দেশের অর্থনীতিতে একমালিকানা ব্যবসায়ের গুরুত্ব ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। ক্ষুদ্রায়তনের একমালিকানা ব্যবসাযের সূচনা হয়েছিল সেই প্রাচীনযুগে। আর তখণ থেকে অদ্যাবধি এ ব্যবসায়ের যে অব্যাহত আধিপত্য আমরা দেখতে পাই তা থেকে সহজেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। নিম্নে একমালিকানা ব্যবসায়ের গুরুত্ব বিবৃত হলো:

১. **আত্ম-কর্মসংস্থান (Self--employment):** স্বল্প আয়ের লোকেরা তাদের সুবিধামত যে কোনো স্থানে অল্প পুঁজি ও সামান্য লোকবল নিয়ে কোনো দ্রব্য উৎপাদন বা ব্যবসায়ে নিয়োজিত হতে পারে। ফলে বহুলোক নিজেরাই নিজেদের কর্মসংস্থান করে নিতে পারে। এতে বেকারত্ব হ্রাস পায় এবং লোকজনের আয়ও বাড়ে।

২. **সম্পদের সুষম বণ্টন (Proper distribution of resources):** ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট হওয়ায় দেশের শহর-গ্রাম নির্বিশেষে সকল স্থানে ব্যাপকভাবে একমালিকানা ব্যবসায় গড়ে ওঠে। অন্যান্য বৃহদায়তন ব্যবসায়ের ন্যায় এক্ষেত্রে সম্পদ সীমিত ব্যক্তির হাতে পুঞ্জিভুত হওয়ার সম্ভাবনা কম, এতে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হয়।

৩. **স্বল্প মূলধনের ব্যবসায় (Business of small capital):** একমালিকানা ব্যবসায় স্বল্প মূলধনের ব্যবসায়। ফলে সমাজের সকল শ্রেণির লোক অতি সহজেই এরূপ ব্যবসায় সংগঠন গড়ে তোলার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।

৪. **প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার (Proper use of natural resources):** দেশের ভেতর প্রাপ্তব্য প্রাকৃতিক সম্পদকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে একমালিকানা ব্যবসায় যথেষ্ট অবদান রাখে। বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজন তাদের এলাকায় যেসব সম্পদ পাওয়া যায় তা ব্যবহার করে অতি সহজেই এ ব্যবসায় শুরু করতে পারে।

৫. **জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন (Raising standard of living):** ক্ষুদ্রায়তনের হলেও এরূপ ব্যবসায় সারাদেশে বিস্তৃতির মাধ্যমে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর আয় ও সম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, অন্যদিকে জনগণের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবা সরবরাহ করে তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬. **মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ (Capital formation and investment):** একমালিকানা ব্যবসায় স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়। এ ব্যবসায়ে বিনিয়োগের লক্ষ্যে অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সঞ্চয়প্রবণ হয়ে মূলধন গঠন করে। ফলশ্রুতিতে দেশের সামগ্রিকভাবে মূলধন গঠন এবং বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

৭. **ব্যবসায় বানিজ্যের সম্প্রসারণ (Expansion of business & commerce):** একমালিকানা ব্যবসায় দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য সম্প্রাসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। একদিকে যেমন এ ব্যবসায় কাচাঁমাল ও উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী দেশের সকল প্রান্তের ভোক্তার কাছে পৌঁছাবার নিশ্চয়তা দেয় অন্যদিকে এ ধরনের অর্জিত অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে নতুন নতুন ব্যবসায় স্থাপনে উদ্যোগী হয়। এতে ব্যবসায়ের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে।

৮. **পরিবর্তনের সাথে সংগতি বিধান (Adjustment with change):** বাজারে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা একমালিকানা ব্যবসায়ের গুরুত্বের পেছনে একটি বড় কারণ। পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত সে সম্পর্কে এ ব্যবসায়ের মালিক সম্যক অবগত থাকেন এবং সে অনুযায়ী দ্রুত সিদ্ধান্ত নেন।

৯. **উত্তম প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র (A suitable field for training):** একমালিকানা ব্যবসায়ের মালিক ক্ষুদ্রায়তন ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনার মাধ্যমে যে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেন তা তাকে বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠার জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলে, অর্থাৎ এটি একটি প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

১০. **উদ্যোক্তা সৃষ্টি (Creation of entrepreneur):** স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে ব্যবসায় গড়ে তোলার সুযোগ থাকায় সমাজের অনেক লোকই এ ব্যবসায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ফলে সমাজে উদ্যোক্তা শ্রেণির সৃষ্টি হয়- যারা ব্যাবসাবাণিজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১১. **জাতীয় আয় ও সম্পদ বৃদ্ধি (Increase of national income and wealth):** জাতীয় আয় ও সম্পদ বৃদ্ধিতে একমালিকানা ব্যবসায়ের গুরুত্ব অপরিসীম কেননা দেশের আনাচেকানাচে এ ব্যবসায়ের বিস্তার লাভের ফলে বহুলোকের আয়ের পথ প্রশস্ত হয় ও ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি পায় যা জাতীয় আয় ও সম্পদ বৃদ্ধিরই নামান্তর।

১২. **বৃহৎ উৎপাদনে সহায়তা (Assistance to large-scale production):** বৃহদায়তন উৎপাদনকে সচল রাখার ক্ষেত্রে এ ব্যবসায়ের ভূমিকা অসীম। একমালিকানা ব্যবসায় বৃহৎ উৎপাদনের কাঁচামাল সরবরাহ করে এবং উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ভোক্তার কাছে পৌঁছে দিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করে।

১৩. **জনসেবা (Public service):** ক্ষুদ্রায়তন হবার ফলে দেশের সর্বত্র এ ব্যবসায় গড়ে ওঠে। ফলে উৎপাদকের কাছ থেকে পণ্য ও সেবা সকল জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে এ ব্যবসায় জনগণের সেবাদান করে ।

সুতরাং ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট ব্যবসায় সংগঠন হলেও একমালিকানা ব্যবসায় যে কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সে কারণে পৃথিবীর সকল দেশে এ জাতীয় ব্যবসায়ের সংখ্যাই অধিক।

সারসংক্ষেপ

যে ব্যবসায়ে মালিক একাই প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করে ব্যবসায় পরিচালনা করেন, ঝুকি বহন করেন ও লাভ-লোকসানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তাকে একমালিকানা ব্যবসায় বলে। একমালিকানা ব্যবসায় কতিপয় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কারণে সৃষ্টির আদিকাল হতে অদ্যাবধি জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করছে। যে কোনো দেশের অর্থনীতিতে একমালিকানা ব্যবসায়ের গুরুত্ব ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। ক্ষুদ্রায়তনের একমালিকানা ব্যবসায়ের সূচনা হয়েছিল সেই প্রাচীনযুগে। আর তখন থেকে অদ্যাবধি এ ব্যবসায়ের যে অব্যাহত আধিপত্য আমরা দেখতে পাই তা থেকে সহজেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট ব্যবসায় সংগঠন হলেও একমালিকানা ব্যবসায় যে কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠ ৪.২ একমালিকানা ব্যবসায়ঃ সুবিধা ও অসুবিধা
Sole Proprietorship: Advantages and Disadvantages

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- একমালিকানা ব্যবসায়ের সুবিধাগুলো বলতে পারবেন।
- একমালিকানা ব্যবসায়ের অসুবিধাগুলো বলতে পারবেন।

একমালিকানা ব্যবসায় এমন এক ধরনের সংগঠন যেখানে একজন ব্যক্তি স্বাধীনভাবে তার পুঁজি, দক্ষতা ও বুদ্ধি খাটিয়ে ব্যবসায় পরিচালনা করে এবং সমুদয় মুনাফার অধিকারী হয় ও ব্যবসায়ের সকল ঝুঁকি গ্রহণ করে। এ থেকে বোঝা যায়, এ ধরনের ব্যবসায় যেমন সুবিধা রয়েছে তেমনি অসুবিধাও রয়েছে। এ পাঠে আমরা একমালিকানা ব্যবসায়ের সুবিধা এবং অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করবো।

একমালিকানা ব্যবসায়ের সুবিধাসমূহ
Advantages of sole proprietorship business

একমালিকানা ব্যবসায় কতিপয় বিশেষ সুবিধা একচেটিয়াভাবে ভোগ করে থাকে যা অন্য ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়। এসব সুবিধার জন্যই একমালিকানা ব্যবসায় আদিকাল হতে অদ্যাবধি বিশেষ জনপ্রিয়তার অধিকারী। এ ব্যবসায়ের সুবিধাগুলো নিম্নে আলোচিত হলো:

১. **সহজ গঠন (Easy formation):** একমালিকানা ব্যবসায় গঠনে কোনো আইনগত বাধা-নিষেধ নেই। তাই যে কোনো ব্যক্তি প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ সাপেক্ষে এ ব্যবসায় গঠন করতে পারে। তবে অনুরূপ ব্যবসায় অবশ্যই প্রচলিত আইন অনুসারে বৈধ হতে হয়।

২. **লাভ-লোকসান একক ভোগকারী (Sole profit and loss):** মালিক ব্যবসায় হতে অর্জিত পুরা মুনাফা যেমন একাই ভোগ করেন তেমনি লোকসানের সমস্ত দায়িত্বও তার একার। অর্থাৎ একমালিকানা ব্যবসায়ের মালিককে অন্য কারও সাথে লাভ বা লোকসান ভাগ করে নিতে হয় না।

৩. **ব্যয় সংকোচন (Reduction of expenses):** একমালিকানা ব্যবসায়ের সমস্ত লাভ মালিক একই ভোগ করে থাকেন এবং লোকসানের ঝুঁকিও তাকেই বহন করতে হয়। আর এজন্যই প্রতিষ্ঠানের সম্ভাব্য ব্যয় কমিয়ে মালিক মুনাফা বৃদ্ধি এবং লোকসান ঝুঁকি এড়াবার প্রচেষ্টায় সর্বক্ষণ নিয়োজিত থাকেন।

৪. **মালিকের স্বাধীনতা (Freedom of the owner):** একমালিকানা ব্যবসায়ে মালিক অত্যন্ত স্বাধীনভাবে ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারেন। মালিকের পরিচালনাক্ষেত্র তার নিজের চিন্তা চেতনাকে ঘিরে সাজানো সম্ভাব হয় এক্ষেত্রে মালিকদের অপরিসীম স্বাধীনতা ব্যবসায়ের প্রতি মালিককে অধিকতর আকৃষ্টি করে তোলে।

৫. **মালিকের ব্যক্তিগত দক্ষতা (Personal expertise of the owner):** মালিক নিজেই সর্বেসর্বা বলে নিজ যোগ্যতা, অভিজ্ঞাতা ও দক্ষতা সুনিপুণভাবে কাজে লাগাতে পারেন মালিকের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এক ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্যে মোহনীয় ও আকর্ষণীয় সফল ব্যবসায়ের রূপ পরিগ্রহ করে।

৬. **মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক (Owner-labor relations):** একমালিকানা ব্যবসায়ের আয়তন সাধারণত ক্ষুদ্র হয় বলে মালিকের পক্ষে প্রত্যেক শ্রমিক বা কর্মচারীর সাথে ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং নিজ যোগ্যতা বলে তাদেরকে দিয়ে উত্তম কাজ আদায় করে নেয়া সম্ভব হয়। এসব অত্যন্ত সহজে ও সফলভাবে শুধুমাত্র একমালিকানা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সম্ভব।

৭. **গোপনীয়তা রক্ষা (Maintenance of secrecy):** ব্যবসায়ের উচ্চ পর্যায়ের সিদ্ধান্তগুলো মালিক এককভাবেই গ্রহণ করেন বলে তার পক্ষে ব্যবসায়ের গোপনীয়তা রক্ষা করা অত্যন্ত সহজ হয়।

৮. **ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ (Opportnity of quick dicison):** অনেক সময়ই ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত ত্বরিত গ্রহণ করতে হয়। একমালিকান ব্যবসায়ের মালিক নিজ বুদ্ধিমত দ্রুতগতিতে এসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম হন যা অন্যান্য ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

৯. **সরাসরি তত্ত্বাবধান (Direct supervision):** একমালিকানা ব্যবসায়ে মালিক সমস্ত কার্যক্রম সরাসরি সার্বক্ষণিকভাবে নিজেই তত্ত্বাবধান করে থাকেন। এর ফলে বহু ভুলত্রুটি ও ঝুঁকি এড়ানো সম্ভব হয়।

১০. **ঋণ গ্রহণ ও কর প্রাদনে সুবিধা (Loan and tax facility):** একমালিকানা ব্যবসায় এবং এর মালিক অভিন্ন অস্তিত্বের অধিকারী বলে ঋণ গ্রহণ ও কর প্রদান উভয় ক্ষেত্রেই সুবিধা লাভ করা যায়। এক্ষেত্রে ঋণদাতাগণ এবং ব্যাংক ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান মালিকের ব্যক্তিগত সুনামের প্রেক্ষিতেই ঋণ দেয়। আবার মালিককে বৃহদায়তন ব্যবসায়ের ন্যায় বিভিন্ন প্রকার ফি ও শুল্ক প্রদান করতে হয় না।

১১. **বিক্রেতা ও ক্রেতার সাথে মালিকের সম্পর্ক (Relation of owner with the seller and buyer):** একমালিকানা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পণ্য সরবরাহকারী, পণ্যের ভোগকারী ও খুচরা বিক্রেতাদের সাথে মালিকের সরাসরি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফলে সময়মত উত্তম প্রকৃতির পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত হয় এবং পণ্য বাজারজাতকরণ সহজতর হয়।

১২. **স্বল্প মূলধনের ব্যবসায় (Low capital business):** স্বল্প পরিমাণ মূলধন নিয়ে যে কোনো স্থানে একমালিকানা ব্যবসায় গড়ে তোলা সম্ভব। এতে যে কেউ অতি সহজেই এ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

১৩. **ব্যবসায়ের সহজ পরিবর্তন (Easy to change business):** মালিক নিজেই একমালিকানা ব্যবসায়ের হর্তাকর্তা বলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অত্যন্ত সহজে তিনি ব্যবসায়ের প্রকৃতি পরিবর্তন করতে পারেন।

১৪. **সহজ মালিকানা হস্তান্তর (Easy transformation of ownership):** উপরোক্ত কারণে একমালিকানা ব্যবসায়ের মালিক অত্যন্ত স্বল্প সময়ে সামান্য আনুষ্ঠানিকতা পালন করে যে কোনো ব্যক্তির নামে ব্যবসায়ের মালিকানা স্বত্ব হস্তান্তর করতে পারেন।

১৫. **সহজ বিলোপ সাধন (Easy dissolution):** মালিক তার একক সিদ্ধান্ত যে কোনো সময় কোনো রকম আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই ব্যবসায়ের বিলোপ সাধন করতে পারেন।

১৬. **হিসাবরক্ষণের সুবিধা (Accounts facility):** হিসাবরক্ষণের ক্ষেত্রে আইনগত কোনো বাধ্যবাধকতা নেই বলে মালিক তার সুবিধামত যে কোনো পদ্ধতিতে সহজে হিসাব সংরক্ষণ করতে পারেন।

১৭. **অসীম দায়ের পরোক্ষ সুবিধা (Indirect advantage of unlimited liability):** একমালিকানা ব্যবসায়ে মালিকের দায় অসীম। ফলে মালিক অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে ব্যবসায়ের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। এতে ব্যবসায়ের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা অনেকটা হ্রাস পায়।

উপরিউক্ত বিশেষ বিশেষ সুবিধা ছাড়াও একমালিকানা ব্যবসায় আরও কিছু সুবিধা অর্জন করে থাকে। এদের মধ্যে সামাজিক চাহিদা পূরণের সুযোগ, শিথিল সরকারি নিয়ন্ত্রণ, একক পরিচালনাগত সুবিধা ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়।

একমালিকানা ব্যবসায়ের অসুবিধা

Disadvantages of sole proprietorship business

সমাজে একমালিকানা ব্যবসায়ের বহুবিধ সুবিধা থাকলেও এর অসুবিধাও একবারে কম নয়। এ অসুবিধাগুলো নিম্নে আলোচিত হলো:

১. **সীমাহীন দায় (Unlimited liability):** একমালিকানা ব্যবসায়ে মালিকের দায় অসীম। ব্যবসায়ের দেনার জন্য মালিকের ব্যক্তিগত স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি পাওনাদার আইনের সাহায্যে দায়বদ্ধ করে নিতে পারে। এমতাবস্থায় কোনো বিশেষ কারণে ব্যবসায়ের ক্রমাগত লোকসান হতে থাকলে মালিককে সহায়-সম্বলহীন হয়ে পড়তে হয়।

২. **মূলধনের সীমাবদ্ধতা (Limitations of capital):** মালিক যত ধনীই হোন না কেনো তার মূলধন সরবরাহের অবশ্যই সীমাবদ্ধতা থাকে যা ব্যবসায় গঠন ও সম্প্রসারণে অন্তরায় সৃষ্টি করে। আবার কোনো বিশেষ ব্যবসায়ের সম্প্রসারণজনিত উজ্জ্বল সাফল্য পরিলক্ষিত হলেও মূলধন সরবরাহের দীনতার জন্য তা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে।

৩. **পৃথক ব্যক্তিসত্তার অভাব (Lack of separate entity):** একমালিকানা ব্যবসায়ে পৃথক ব্যক্তিসত্তা নেই। কারণ অনুরূপ প্রতিষ্ঠান আইনসৃষ্ট নয়। এর জন্য মামলা-মোকদ্দমা মালিকের নামেই হয়ে থাকে।

৪. **মালিকের সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতা (Limitations of ability of the owner):** মূলধন সরবরাহের মতোই ঋণ গ্রহণ এবং ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে মালিকের সামর্থ্যের একটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ব্যবসায়ের আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে মালিকের পক্ষে সমস্ত ব্যাপারে সমান যত্নশীল হওয়া হয় না। এতে ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন বাধাগ্রস্ত হয়।

৫. **স্থায়িত্বের অভাব (Lack of stability):** একমালিকানা ব্যবসায় সম্পূর্ণ অস্থায়ী প্রকৃতির। মালিকের মৃত্যু, দেউলিয়াপনা, অসুস্থতা ইত্যাদি এ ব্যবসায়কে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

৬. **মালিকের স্বেচ্ছাচারিতা (Whims of the owner):** সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রেই একমালিকানা ব্যবসায়ের মালিক স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠেন। এতে কর্মচারী ও ক্রেতারা তার প্রতি বিরাগভাজন হয়।

৭. **সম্প্রসারণের সীমাবদ্ধতা (Limited scope of expansion):** মালিকের ব্যক্তিগত ও আর্থিক সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার জন্য একমালিকানা ব্যবসায় সম্প্রসারণের সুযোগও সীমাবদ্ধ।

৮. **দক্ষ কর্মচারীর অভাব (Lack of qualified employee):** একমালিকানা ব্যবসায়ের আয়তন সীমিত হয় বলে এখানে দক্ষ কর্মচারীর পদোন্নতির সুযোগ কম থাকে। সে কারণে এ ব্যবসায়ে দক্ষ কর্মীদের ধরে রাখা সম্ভব হয় না।

৯. **কর্মচারীদের সীমিত সুযোগ সুবিধা (Limited facilities for the employees):** বৃহদাকার প্রতিষ্ঠানের মত ক্ষুদ্রাকার এ ব্যবসায়ে কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া সম্ভব না বলে একমালিকানা ব্যবসায়ের কর্মচারীগণ কম সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন।

১০. **সামাজিক স্বীকৃতির অভাব (Limitations of social recognition):** একমালিকানা ব্যবসায় আইন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান নয় বলে জনগণ এ ধরনের ব্যবসায়কে কিছুটা সন্দেহ ও সংশয়ের দৃষ্টিতে দেখে।

১১. **বৃহদায়তন সুবিধার অভাব (Lack of merits of large-scale business):** একমালিকানা ব্যবসায় বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার জন্য ক্ষুদ্রাকারের হয় বলে বৃহদাকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে না। অর্থাৎ অধিক পরিমাণ কাঁচামাল ক্রয়, উৎপাদন, বিক্রয়, পরিবহন, বিজ্ঞাপন, বিক্রয়িকতা ইত্যাদির সুবিধা হতে একমালিকানা ব্যবসায় বঞ্চিত থাকে।

১২. **ব্যবসায় ক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা (Limited scope):** একমালিকানা ব্যবসায় কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে প্রায় ঝুঁকিহীনভাবে একচেটিয়া সাম্রাজ্য বিস্তার করে থাকে। এগুলো হচ্ছে মুদি, সেলুন, মনোহারি ইত্যাদি। কিন্তু উৎপাদনমূলক বৃহদাকার শিল্পে একমালিকানা ব্যবসায়ের কোনো স্থানে নেই বললেই চলে।

একমালিকানা ব্যবসায় সম্পর্কে William R. Basset এর ভাষ্য ছিল, One man control is the best in the world if that one man is enough to manage everything (একক নিয়ন্ত্রণই বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ যদি সে একা সবকিছু সুচারুরূপে পরিচালনা করতে পারে)। প্রকৃত পক্ষে মালিকের স্বদিচ্ছার ফলে একমালিকানা ব্যবসায়ের কতিপয় অসুবিধা দূরীভূত করা সম্ভব হলেও কিছু কিছু সমস্যা রয়েছে যা বৈশিষ্ট্যগত কারণে কখনো দূর করা সম্ভব নয়। আর যদি তা সম্ভব হতো তবে একমালিকানা ব্যবসায় হতো ব্যবসায় জগতের সত্যিকারের রাজা।

সারসংক্ষেপ

একমালিকানা ব্যবসায় কতিপয় বিশেষ সুবিধা একচেটিয়াভাবে ভোগ করে থাকে যা অন্য ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভব নয়। এসব সুবিধার জন্যই একমালিকানা ব্যবসায় আদিকাল হতে অদ্যাবধি বিশেষ জনপ্রিয়তার অধিকারী। সমাজে একমালিকানা ব্যবসায়ের বহুবিধ সুবিধা থাকলেও এর অসুবিধাও একবারে কম নয়। প্রকৃত পক্ষে মালিকের স্বদিচ্ছার ফলে একমালিকানা ব্যবসায়ের কতিপয় অসুবিধা দূরীভূত করা সম্ভব হলেও কিছু কিছু সমস্যা রয়েছে যা বৈশিষ্ট্যগত কারণে কখনও দূর করা সম্ভব নয়। আর যদি তা সম্ভব হতো তবে একমালিকানা ব্যবসায় হতো ব্যবসায় জগতের সত্যিকারের রাজা।

পাঠ ৪.৩ বাংলাদেশে একমালিকানা ব্যবসায় ও উপযুক্ত ক্ষেত্র
Sole Proprietorsip in Bangladesh and Suitable Fields

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- বাংলাদেশে একমালিকানা ব্যবসায়ের অবস্থান সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- একমালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্রগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

পৃথিবী জুড়ে একমালিকানা ব্যবসায় একচেটিয়াভাবে আধিপত্য বিস্তার করে আছে। এ জাতীয় ব্যবসায় বিশ্বে সর্বাধিক জনপ্রিয়। বৃহদায়তন ব্যবসায়ের পাশাপাশি একমালিকানা ব্যবসায় তার ক্ষুদ্র পরিসর নিয়েও জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে তো বটেই, বিশ্বের উন্নত দেশসমূহেও একমালিকানা ব্যবসায় ব্যবসায় জগতে জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করছে। মূলধনের স্বল্পতা, সহজ ব্যবস্থাপনা এবং আনুষঙ্গিক আরও কতিপয় কারণে পৃথিবী জুড়ে একমালিকানা ব্যবসায় সর্বাধিক জনপ্রিয়। আসুন জেনে নেই বাংলাদেশে একমালিকানা ব্যবসায়ের অবস্থান সম্পর্কে।

বাংলাদেশে একমালিকানা ব্যবসায়
Sole proprietorsip business in Bangladesh

তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল ও জনবহুল দেশ বাংলাদেশ। এদেশের প্রায় ৮৫% লোকই কৃষিজীবী। এদেশে শিল্প উন্নয়নের গতি নিতান্তই মন্থর। মানুষের অর্থনৈতিক সামর্থ্য কম। পুঁজি সরবরাহ সীমিত। এ কারণে এদেশে অন্যান্য বৃহদাকার ব্যবসায়ের তুলনায় একমালিকানা ব্যবসায়ের প্রসার বেশি। বাংলাদেশে একমালিকানা ব্যবসায়ের অধিক জনপ্রিয়তার কারণ হিসেবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে বিবেচনা করা যেতে পারে:

১. **উন্নয়নশীল অর্থনীতি (Developing economy):** বাংলাদেশ উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশ। এদেশে বৃহদাকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মতো আর্থিক সংগতি খুব কম লোকেরই আছে। ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা ক্ষুদ্রায়তনের ব্যবসায়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

২. **কৃষিজীবী জনগণ (Agriculture-based people):** বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষি নির্ভর। কৃষি জমি চাষ থেকে শুরু করে ফসল উৎপাদান, ক্রয়বিক্রয় ইত্যাদি ব্যবসায় কার্যক্রম কেবল একমালিকানাধীনেই সফলতার সাথে পরিচালনা করা সম্ভব।

৩. **জনসংখ্যার আধিক্য (Excessive population):** জনসংখ্যাগত দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বে অষ্টম স্থানের অধিকারী। মাত্র ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এদেশে জাতিসংঘের উপাত্ত অনুযায়ী বর্তমান জনসংখ্যা ১৬.৭১ কোটি। এ বিপুল জনসংখ্যার বড় একটি অংশ অশিক্ষিত, অসচেতন। বৃহৎ উৎপাদনমুখী শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠার মতো উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষমতা ও দক্ষতা কোনোটাই তাদের নেই। ফলে একমালিকানা ব্যবসায়ে তাদের আগ্রহ বেশি।

৪. **কর্মসংস্থানের অভাব (Lack of employment):** একমালিকানা ব্যবসায় যে কোনো স্থানে স্বল্প মূলধন বিনিয়োগের দ্বারাই প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। একদিকে ব্যাপক জনগোষ্ঠী, অন্যদিকে বিপুল আয়তনের বেকারত্ব-এ দুয়ের যাতাকলে পড়ে বেকার কর্মস্পৃহ যুবকরা স্বল্প পুঁজি নিয়ে যে কোনো স্থানে একটি ছোটোখাটো একমালিকানা ব্যবসায়ে নেমে পড়ে। এতে এ ব্যবসায়ের সংখ্যা দিন দিন আরও বেড়ে চলেছে।

৫. **স্বল্প মূলধন (Small capital):** একমালিকানা ব্যবসায় খুবই সীমিত মূলধন নিয়ে যে কেউ অতি সহজেই প্রতিষ্ঠা করতে পারে যা অন্যান্য ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। এ কারণেও সমাজে একমালিকানা ব্যবসায়ের সংখ্যা অধিক।

৬. **অবকাঠামোগত সমস্যা (Infrastructural problem):** গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি অবকাঠামোগত সুবিধা কম থাকায় উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী সংরক্ষণ, পরিবহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতিকূল অবস্থা দেখা যায়।

এর ফলে এদেশে উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হয়। স্থানীয়ভাবে উৎপাদনকার্য ও বণ্টনের ক্ষেত্রে এসব তেমন সমস্যাসংকুল নয়। ফলে আমাদের দেশে একমালিকানা ব্যবসায়ের প্রসারই বেশি।

৭. **শিল্পে অনগ্রসরতা (Industrial backwardness):** বাংলাদেশ শিল্পে তেমন অগ্রসর হতে পারেনি। দক্ষ জনবল, উন্নত প্রযুক্তি, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদি অনুকূলে নয় বলে বৃহদায়তন উৎপাদন প্রক্রিয়া এখানে ব্যাহত হচ্ছে এবং স্বল্পায়তনের একমালিকানা ব্যবসায়ই অধিক প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের দেশে স্বল্প পুঁজির একমালিকানা ব্যবসায়ের অনুকূল পরিবেশ বিদ্যামান থাকায় এ সংগঠনের সংখ্যাই অধিক। বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল ও পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৭০%-৮০% ব্যবসায় সংগঠনই একমালিকানাধীন ব্যবস্থায় গড়ে ওঠেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যুরো অব বিজনেস রিসার্চ এর গবেষকগণ মোট ২৪৭টি ক্ষুদ্রায়তনের প্রতিষ্ঠানের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখতে পান যে, এদের মধ্যে ১৭৮টি একমালিকানা প্রতিষ্ঠান, ২৪টি অংশীদারি ও ৪৫টি প্রাইভেট কোম্পানি রয়েছে। অর্থাৎ একমালিকানা সংগঠন ৭২.০৭%, অংশীদারি ৯.৭২% ও প্রাইভেট কোম্পানি ১৮.২১% ।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশে একমালিকানা ব্যবসায় আজ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। এ ক্ষুদ্র ব্যবসায় সংগঠন আজ অর্থনৈতিক সংকটে নিপতিত। একমালিকানা ব্যবসায়ের সমস্যা মোকাবেলার জন্য নিম্নোক্ত সরকারি কর্মসূচি বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে:

- সহজ শর্তে বিনিয়োগকারীদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে;
- ঋণগ্রহীতা কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কার্যকর পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;
- অবকাঠামোগত উন্নয়নে নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে তার সঠিক বাস্তবায়ন করতে হবে।
- শ্রমিক কর্মীদের উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- আধুনিক প্রযুক্তি ও তথ্য ব্যবস্থা ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে অধিক গতিশীল ও পরিচালনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে সরকারকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে, উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলোর সুদক্ষ বাস্তাবায়নে এদেশে একমালিকানা ব্যবসায় আপন মহিমায় উজ্জ্বল আলোর আভায় আরও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠবে।

ছবি সূত্র: এসএমই ফাউন্ডেশন

আজীবন সম্মাননা পেলেন বিবি রাসেল

শিল্প ও নকশার মধ্য দিয়ে বাংলার ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ, বৈচিত্র্য আর সৃজনশীলতার প্রসার ঘটানো যার নেশা আর শখ, গ্রামের মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যার নিঃশ্বাস, নারী শক্তিকে জাগিয়ে তোলার চিন্তা চেতনাই যার লক্ষ্য, সেই 'আইকনের' নাম বিবি রাসেল। বাবা চাইতেন বিবি সাংবাদিক হবে। কিন্তু, গ্রামের মানুষের পরণে বাহারি ডিজাইনের লুঙ্গি পড়া দেখতে দেখতে বিবির নিজের মধ্যে ডিজাইনার হওয়ার একটা বাসনা জেগেছিল। ফ্যাশন ডিজাইনের প্রতি এ অদম্য আকর্ষণের পূর্ণতা দিতেই হয়তো তিনি লন্ডন কলেজ অব ফ্যাশনে ভর্তি হন। ঐ কলেজে তিনি ছিলেন প্রথম বাংলাদেশি শিক্ষার্থী। বিবি রাসেলের কাছে ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর পোশাক, গহনা, মানসিকতা এবং নিজস্বতা সব মিলিয়ে অনেক মানুষের মাঝেও তিনি আলাদা করে চোখে পড়ার মত এক ব্যক্তিত্ব। ১৯৭৫ সালে গ্র্যাজুয়েশন প্রদর্শনীতে নিজের করা ১০টি নতুন ডিজাইনের পোশাক প্রদর্শন করেন। নিজের ডিজাইন করা পোশাকের মডেলিংও করেন তিনি নিজেই। বৈচিত্র আর আধুনিকতার সমন্বয় ঘটিয়ে সেই অনুষ্ঠানেই তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। তখন থেকেই তিনি

বিভিন্ন নামকরা ম্যাগাজিনের ফ্যাশন মডেলসহ পৃথিবীর সব নামিদামি ফ্যাশন ডিজাইনারদের সাথে প্রায় ২০ বছর কাজ করেন। নিজের সৃষ্টি এবং এদেশের সৌন্দর্যকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরার ব্রত নিয়ে ১৯৯৪ সালে তিনি ফিরে আসেন নিজ ভূমি বাংলাদেশে। ১৯৯৫ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন 'বিবি প্রোডাকশন্স' - একটি ফ্যাশন হাউজ। বড় বোনের দেওয়া কিছু টাকা আর নিজের স্বর্ণালংকার বিক্রয় করে এ প্রতিষ্ঠান শুরু করেছিলেন। ঢাকায় তাঁর অফিসে কাজ করেন একঝাঁক নিবেদিত প্রাণ কর্মী। আর ঢাকার বাইরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে হাজার হাজার তাঁত শিল্পী। তাঁর এ প্রচেষ্টার সাথে বেশ কয়েকজন রিকশা পেইন্টারও জড়িত আছেন। এদেরকে সাথে নিয়েই তিনি জয় করেছেন ইউরোপ তারপর যুক্তরাষ্ট্র। ২০০৮ সালে বিশ্বসেরা আটটি ব্র্যান্ড আরমানি, ভেলেন্তিও, পলস্মিথ, কেলভিন ক্লেইন, হুগো বস, ম্যাংমারা ও লরেন ব্র্যান্ডের পাশাপাশি 'বিবি রাসেল' নামের ব্র্যান্ডও চালু হয়েছে ইউরোপে। বহুবার বিভিন্ন দেশ তার কীর্তির জন্য তাকে দিয়েছে সম্মাননা ও পুরস্কার। বাংলার এ অদম্য নারীর বিশ্ব জয়ের সংবাদ আমাদেরকে গর্বিত করে, সাহস আর উৎসাহ যোগায়। নিজ দেশ পিছপা হয়নি তাকে আজীবন সম্মাননা দেখাতে। জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২ তে তিনি ভূষিত হয়েছেন আজীবন সম্মাননায়।

সূত্র: এসএমই ফাউন্ডেশন, ২০১৩।

একমালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহ

Suitable fields for sole proprietorship business

পৃথিবীর প্রাচীনতম ও ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট ব্যবসায় সংগঠন হচ্ছে একমালিকানা ব্যবসায়। বেশ কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে বিশেষ বৈশিষ্ট্যগত কারণেই একমালিকানা ব্যবসায় ব্যতীত অন্যান্য ব্যবসায় সফলতা লাভ করতে পারে না। একমালিকানা ব্যবসায়ের এসব উপযুক্ত ক্ষেত্র সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

১. **সীমিত ও স্থানীয় চাহিদাসম্পন্ন পণ্যের ব্যবসায়:** যেসব পণ্য সামগ্রীর চাহিদা সীমিত ও স্থানীয়ভাবে সীমাবদ্ধ সেগুলোর ক্ষেত্রে এক মালিকানা ব্যবসায় বিশেষভাবে উপযুক্ত।

২. **পরিবর্তনশীল চাহিদাবিশিষ্ট পণ্য:** যেসব পণ্যের ক্ষেত্রে রুচি ও ফ্যাশন প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হয় সেসব পণ্যের ক্ষেত্রে একমালিকানা ব্যবসায়ের বিকল্প নেই।

৩. **স্বল্প মূলধনসম্পন্ন ব্যবসায়:** যেসব ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে স্বল্প পরিমাণের মূলধন প্রয়োজন হয় সেসব ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একমালিকানা ব্যবসায়ের তুলনা নেই। অর্থাৎ বৃহদায়তন ব্যবসায় এসব ক্ষেত্রে স্থাপিত হলে লাভজনক হয় না।

৪. **মালিকের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান:** যেসব ব্যবসায়ে মালিকের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধান একান্ত প্রয়োজন হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে একমালিকানা ব্যবসায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

৫. **ভোক্তাদের সাথে সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা:** যেসব পণ্যের বা সেবার ক্ষেত্রে মালিকের সাথে ভোক্তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকা অবধারিত সেসব ক্ষেত্রে একমালিকানা ব্যবসায় অত্যন্ত সফল হয়।

৬. **তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তা:** যেসব ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে মালিকের তাৎক্ষণিক ও সঠিক সিদ্ধান্ত প্রয়োজন হয় সেসব ক্ষেত্রে একমালিকানা ব্যবসায় সফলতা লাভে সক্ষম হয়।

৭. **স্বল্প মূল্যের পণ্যের খুচরা ব্যবসায়:** অত্যন্ত স্বল্প মূল্যের পণ্যসামগ্রী যখন খুচরা ভিত্তিতে ভোক্তাদের দ্বার প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন হয় তখন তা একমাত্র একমালিকানা ব্যবসায়ের পক্ষেই বেশি লাভজনক।

৮. **সরাসরি সেবামূলক ব্যবসায়:** যেসব ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সরাসরি সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে বৃহদায়তন ব্যবসায় সম্ভব নয়। এগুলো হচ্ছে সেলুন, পার্লার ইত্যাদি।

৯. **মুদি জাতীয় ব্যবসায়:** যেক্ষেত্রে মানুষের নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী ভোক্তাদের আবাসস্থলের কাছাকাছি খুচরা বিক্রয়ের জন্য মজুত রাখার প্রয়োজন হয়, সেসব ক্ষেত্রে একমালিকানা ব্যবসায় সফলতা অর্জন করতে পারে।

১০. **পেশাদারি ব্যবসায়:** ডাক্তারি, আইন ব্যবসায়, ব্যবস্থাপনা বিষয়ক পরামর্শ দান ইত্যাদি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে একমালিকানা ব্যবসায় ব্যাপক সাফল্য অর্জন করে। পক্ষান্তরে, যৌথ মূলধনী ব্যবসায়ের পক্ষে এরূপ ব্যবসায় পরিচালনা করা অসম্ভব।

১১. **পঁচনশীল পণ্যের ব্যবসায়:** দুধ, সবজী, মাংস, মাছ, ফল ইত্যাদি পঁচনশীল পণ্যের ব্যবসায়ে একমালিকানা ব্যবসায় সবচেয়ে বেশি উপযোগী। এসব পণ্যের ক্ষেত্রে মালিক গ্রাহকদের সাথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করে দ্রুত পণ্যগুলো বিক্রয় করতে পারে।

১২. **সাময়িক ব্যবসায়ঃ** যেসব ব্যবসায় কিছু সময়ের জন্য সাময়িকভাবে পরিচালনার প্রয়োজন হয় সেগুলোর জন্য এক মালিকানা ব্যবসায়ই শ্রেয়। রাস্তার ধারে হকারের ব্যবসায়, বাড়ি বাড়ি ফেরিওয়ালার ব্যবসায়, মেলার দোকান ইত্যাদি সাময়িক ব্যবসায়ের উদাহরণ।

ওপরের আলোচনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ক্ষুদ্রায়তনের মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের পক্ষে যে কোনো স্থানে ব্যবসায় পরিচালনা করা সম্ভব, এমন সব ক্ষেত্রের জন্য একমালিকানা ব্যবসায়ের জুড়ি নেই। সীমিত চাহিদা সম্পন্ন, কম ঝুঁকিপূর্ণ খুচরা ব্যবসায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে একমালিকানা ব্যবসায় সবচেয়ে উপযুক্ত।

সারসংক্ষেপ

একমালিকানা ব্যবসায় বিশ্বে সর্বাধিক জনপ্রিয়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে তো বটেই, বিশ্বের উন্নত দেশসমূহেও একমালিকানা ব্যবসায় ব্যবসায় জগতে জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করছে। মূলধনের স্বল্পতা, সহজ ব্যবস্থাপনা এবং আনুষঙ্গিক আরও কতিপয় কারণে পৃথিবী জুড়ে একমালিকানা ব্যবসায় সর্বাধিক জনপ্রিয়। এদেশের প্রায় ৮৫% লোকই কৃষিজীবী। এদেশে শিল্প উন্নয়নের গতি নিতান্তই মন্থর। মানুষের অর্থনৈতিক সামর্থ্য কম। পুঁজি সরবরাহ সীমিত। এ কারণে এদেশে অন্যান্য বৃহদাকার ব্যবসায়ের তুলনায় একমালিকানা ব্যবসায়ের প্রসার বেশি। বেশ কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে বিশেষ বৈশিষ্ট্যগত কারণেই একমালিকানা ব্যবসায় ব্যতীত অন্যান্য ব্যবসায় সফলতা লাভ করতে পারে না। ক্ষুদ্রায়তনের মূলধন বিনিয়োগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের পক্ষে যে কোনো স্থানে ব্যবসায় পরিচালনা করা সম্ভব, এমন সব ক্ষেত্রের জন্য একমালিকানা ব্যবসায়ের জুড়ি নেই। সীমিত চাহিদা সম্পন্ন, কম ঝুঁকিপূর্ণ খুচরা ব্যবসায় ইত্যাদি ক্ষেত্রে একমালিকানা ব্যবসায় সবচেয়ে উপযুক্ত।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. একমালিকানা ব্যবসায় বলতে কী বোঝেন? এ ব্যবসায়ের সুবিধাসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
২. একমালিকানা ব্যবসায় কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
৩. একমালিকানা ব্যবসায়ের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৪. একমালিকানা ব্যবসায়ের সুবিধাসমূহ কী কী আলোচনা করুন।
৫. একমালিকানা ব্যবসায়ের অসুবিধাসমূহ কী কী আলোচনা করুন।
৬. একমালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্রসমূহ বর্ণনা কর।
৭. বৃহদায়তন ব্যবসায়ের পাশাপাশি একমালিকানা ব্যবসায় টিকে থাকার কারণসমূহ বর্ণনা করুন।
৮. একমালিকানা ব্যবসায়ের জনপ্রিয়তার কারণগুলো আলোচনা করুন।
৯. গ্রামে নদীরতীরে বটের ছায়ায় বসে যে লোকটি তরিতরকারি বিক্রয় করে তার ব্যবসায়কে কি একমালিকানা ব্যবসায় বলা যায়? কেন? আলোচনা করুন।
১০. স্বল্প পুঁজিসম্পন্ন একজন শিক্ষিত লোকের জন্য একমালিকানা ব্যবসায় কি উপযোগী বলে আপনি মনে করেন? যুক্তি দিন।